রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১৪, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৩-আইন/২০২৫।—বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৪৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—(১) এই বিধিমালা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স এবং সাব-এজেন্ট নিবন্ধন ও আচরণ) বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন);

(খ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(গ) "ফরম" অর্থ তফসিল-২ ও তফসিল-৩ এ বর্ণিত কোনো ফরম;

(ঘ) "ব্যুরো" অর্থ Ministry of Health Population Control and Labour এর স্মারক No. VIII/E-4/76/296, তারিখ: ০৩-০৪-১৯৭৬ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

মূল্য : টাকা ২৪.০০

(ঙ) "মহাপরিচালক" অর্থ মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো; এবং

(চ) "সাব-এজেন্ট" বা "প্রতিনিধি" অর্থ নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য উক্ত এজেন্টের চাহিদা অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী সংগ্রহ করেন।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন।**—রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে আগ্রহী ব্যক্তিকে লাইসেন্সের জন্য, তফসিল-১ এ উল্লিখিত আবেদন ফি এবং নিম্নবর্ণিত দলিলাদি ও কাগজপত্রসহ তফসিল-২ এর ফরম-১ অনুযায়ী, মহাপরিচালকের মাধ্যমে, সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বরসহ আয়কর রিটার্ন এর সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ বিগত বৎসরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী;

(ঘ) পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র;

(ঙ) কোম্পানি বা অংশীদারি কারবার হইলে, মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন, আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর সত্যায়িত অনুলিপি; এবং

(চ) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা, যথা:—

(অ) বিদেশে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অধিক ফি বা অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করিবেন না;

(আ) কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে প্রেরণের উদ্দেশ্যে অভিবাসী কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভন প্রদান করিবেন না বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না;

(ই) চাহিদা পত্র অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করিবেন;

(ঈ) তাহার সকল কার্যালয়, আইনগতভাবে স্বীকৃত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কার্যকলাপ এবং অভিবাসী কর্মী নির্বাচন সংক্রান্ত সকল দাবি ও দায়-দায়িত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিবেন; এবং

(উ) লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিদেশগামী সকল অভিবাসী কর্মীর প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

৪। **লাইসেন্স প্রদান**।— (১) আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি এবং সংযুক্ত দলিলাদি ও কাগজপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং, প্রয়োজনে, আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি এবং সংযুক্ত দলিলাদি ও কাগজপত্রের যথার্থতা এবং আবেদনকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধানপূর্বক অনধিক ২ (দুই) মাসের মধ্যে, সরকারের নিকট, উহার সুপারিশসহ, উক্ত আবেদনপত্র প্রেরণ করিবেন।

(২) সরকার, উপ-বিধি (১) এর অধীন মহাপরিচালকের সুপারিশসহ আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে আবেদন মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিবে, যথা:—

(ক) রিক্রুটিং এজেন্টকে আইন ও বিধি অনুযায়ী আচরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(খ) লাইসেন্সের প্রত্যেক মেয়াদে রিক্রুটিং এজেন্টকে অন্যূন ২ (দুই)শত জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দৈব দুর্বিপাক, যেমন— মহামারী, অতিমারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে সরকার উক্তরূপ শর্ত শিথিল করিতে পারিবে;

(গ) নারী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, রিক্রুটিং এজেন্টকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঘ) আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রিক্রুটিং এজেন্টকে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে অনতিবিলম্বে উহা লিখিতভাবে ব্যুরোর মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদন মঞ্জুর করা হইলে সরকার, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে মহাপরিচালকের অনুকূলে তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স ফি ও জামানত বাবদ অর্থ জমাদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৫) আবেদনকারী, উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে, লাইসেন্স ফি ও জামানত বাবদ অর্থ জমা প্রদানপূর্বক মহাপরিচালকের নিকট উক্ত ফি ও অর্থ জমা প্রদানের রসিদ দাখিল করিলে মহাপরিচালক, উহা যাচাইপূর্বক, রসিদ জমা প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে, সরকারের পক্ষে, আবেদনকারীর অনুকূলে তফসিল-২ এর ফরম-২ অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

(৬) ইস্যুকৃত লাইসেন্স হারাইয়া গেলে বা বিনষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি লিপিবদ্ধ করিয়া ডায়েরির কপি ও তফসিল-১ এ উল্লিখিত ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি প্রদানের প্রমাণকসহ মহাপরিচালক বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক উক্তরূপ আবেদন যাচাইপূর্বক আবেদনকারীর অনুকূলে অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে একটি ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

(৭) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে, অভিবাসনে পশ্চাৎপদ জেলায় রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী ব্যক্তির আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হইবে।

(৮) লাইসেন্স প্রাপ্তির পর রিক্রুটিং এজেন্টকে লাইসেন্সের সকল তথ্য, ব্যুরোর ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে হালনাগাদের জন্য, ব্যুরোর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৫। **লাইসেন্সের আবেদন পুনর্বিবেচনা**।—(১) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী উক্ত আবেদন নামঞ্জুর করিবার বিষয়টি অবহিত হইবার তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে, বিষয়টি যাচাইপূর্বক, আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকার সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর অথবা লিখিতভাবে প্রত্যাখ্যান করিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **লাইসেন্স নবায়ন**।—(১) লাইসেন্স নবায়নের জন্য রিক্রুটিং এজেন্টকে, লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ২ (দুই) মাস পূর্বে, তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি ও কাগজপত্রসহ তফসিল-২ এর ফরম-৩ অনুযায়ী মহাপরিচালক বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট যুক্তিসংগত কোনো কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, কারণ উল্লেখপূর্বক, লাইসেন্স নবায়নের জন্য উপরি-উক্ত বিধান অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, সরকার, আবেদনপত্র দাখিলের সময়সীমা, প্রয়োজনে, হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক, লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য দলিলাদি ও কাগজপত্র এবং লাইসেন্স প্রদানের শর্তাবলি ও রিক্রুটিং এজেন্টের বিগত ৩ (তিন) বৎসরের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক এবং ব্যুরো কর্তৃক সংরক্ষিত ডাটাবেজ হইতে কর্মী প্লেসমেন্টের প্রমাণ এবং, ক্ষেত্রমত, বিলম্বের কারণ বিবেচনাক্রমে সন্তুষ্ট হইলে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, তাহার অনুকূলে তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স নবায়ন ফি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ অর্থ জমাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৩) আবেদনকারী, উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে, লাইসেন্স নবায়ন ফি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ অর্থ জমা প্রদানপূর্বক মহাপরিচালকের নিকট উহার রসিদ দাখিল করিলে তিনি, উহা যাচাইপূর্বক, রসিদ জমা প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকারের পক্ষে, আবেদনকারীর অনুকূলে তফসিল-২ এর ফরম-২ অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়ন করিবেন, যাহা সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের বৈধতার মেয়াদ শেষ হইবার পরবর্তী দিন হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(৪) লাইসেন্স নবায়নের আবেদন বিবেচনার সময় মহাপরিচালক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট অসদাচরণের জন্য দায়ী অথবা তাহার কার্যসম্পাদনের মান সন্তোষজনক নহে অথবা তাহাকে বিদেশে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো দুষ্কর্ম বা অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে অথবা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণিত রেকর্ড রহিয়াছে অথবা যাহার লাইসেন্স বাতিল হইয়াছে অথবা যাহার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে কর্মী প্রেরণের পূর্ববর্তী রেকর্ড রহিয়াছে অথবা যিনি আইন বা বিধির কোনো বিধান লংঘন করিয়াছেন, তাহা হইলে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সংশ্লিষ্ট আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিবার পূর্বে রিক্রুটিং এজেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) মহাপরিচালক, উপ-বিধি (৪) এর অধীন, কোনো লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিলে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট উক্তরূপ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন কোনো আপিল দায়ের করা হইলে, বিষয়টি যাচাইপূর্বক যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হইলে আপিল আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকার উক্ত আপিল মঞ্জুর অথবা লিখিতভাবে নামঞ্জুর করিতে পারিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **একাধিক লাইসেন্স গ্রহণ, লাইসেন্সের নাম বা মর্যাদা পরিবর্তন, শেয়ার বিক্রয়, হস্তান্তর, সমর্পণ, ইত্যাদি**।—(১) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট একই সাথে একাধিক লাইসেন্স গ্রহণ বা একাধিক লাইসেন্সের অংশ বা শেয়ার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার লাইসেন্স অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, স্বত্বাধিকারী বা অংশীদারি কারবার উহার মর্যাদা পরিবর্তনপূর্বক কোম্পানিতে রূপান্তরিত হইলে এবং উহার মূল স্বত্বাধিকারী বা অংশীদারদের অন্যূন ৫১ (একান্ন) শতাংশ মালিকানা থাকিলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্তরূপ পরিবর্তন করা যাইবে।

(৩) রিক্রুটিং এজেন্ট কোনো কোম্পানি, সংস্থা, অংশীদারি কারবার, সমবায় সমিতি বা অন্য কোনো আইনগত সত্ত্বা হইলে উহার কোনো অংশীদার বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য তাহার অংশ বা শেয়ার সরকারের অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার লাইসেন্স সমর্পণ করিলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, রিক্রুটিং এজেন্ট বা, ক্ষেত্রমত, তাহার উত্তরাধিকারী, মহাপরিচালকের মাধ্যমে, সরকারের নিকট জামানত ফেরত গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে, রিক্রুটিং এজেন্টের নিকট সরকারের কোনো পাওনা বা অন্য কোনো দায় থাকিলে তাহা কর্তনের পর, সরকার জামানতের অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, ফেরত প্রদান করিবে।

(৬) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট স্বউদ্যোগে তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম বা নামের অংশ পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

(৭) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম বা নামের কোনো অংশ পরিবর্তন করিতে আগ্রহী হইলে, মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৮। **শাখা অফিস**।—(১) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট আইনের ধারা ১৪ এর বিধান অনুযায়ী এক বা একাধিক শাখা অফিস পরিচালনায় আগ্রহী হইলে তাহাকে মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক, প্রয়োজনীয় যাচাই ও অনুসন্ধানপূর্বক, ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট আবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত মতামত সরকারের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে সরকার, মহাপরিচালকের মতামত প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবে।

৯। ব্যবসায়িক বা শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন।—(১) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী উহার ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিতে আগ্রহী হইলে তাহাকে মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক, প্রয়োজনীয় যাচাই ও অনুসন্ধানপূর্বক, ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট আবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত মতামত সরকারের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে সরকার, মহাপরিচালকের মতামত প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবে।

(৪) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী উহার ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিলে তাহাকে উক্ত পরিবর্তিত ঠিকানা অন্যূন ২ (দুই)টি বহুল প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি ব্যুরো ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১০। **রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব ও আচরণ**।—(১) প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্ট—

(ক) আইন, বিধি ও সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, আদেশ বা নির্দেশ এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি মানিয়া চলিবেন;

(খ) একটি নিয়মিত অফিস বা অনুমোদিত শাখা চালু রাখিবেন, যাহার সম্মুখভাগে অফিসের নাম, ঠিকানা ও লাইসেন্স নম্বর সংবলিত সাইনবোর্ড থাকিবে;

(গ) অফিসে বা শাখা অফিসে অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীগণের তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা রাখিবেন;

(ঘ) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উহার নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করিবেন;

(ঙ) আইন ও বিধি মোতাবেক সরকার বা, ক্ষেত্রমত, ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত যে কোনো তদন্তে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান করিবেন; এবং

(চ) বিদেশে প্রেরিত কর্মীগণের নাম, ঠিকানা, গন্তব্য দেশ, নিয়োগকারীর ঠিকানাসহ একটি ডাটাবেজ সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করিবেন।

(২) চাহিদা পত্র সংগ্রহের সময় রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিম্নবর্ণিত আচরণ কঠোরভাবে অনুসরণ করিবেন, যথা:—

(ক) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত অনৈতিক প্রতিযোগিতা পরিহার করিবেন;

(খ) যেক্ষেত্রে কোনো নিয়োগকারী বাংলাদেশস্থ কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের কার্য সম্পাদনে সন্তুষ্ট না হইয়া তদস্থলে অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টকে নিয়োজিত করিতে চাহেন, সেইক্ষেত্রে কর্মীগণের অভিবাসন ব্যয়, যাতায়াত খরচ, বেতন ও প্রান্তিক সুবিধাদির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত শর্তাদির নিম্ন পর্যায়ের শর্তাদি গ্রহণ করিবেন না;

(গ) কর্মীগণের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেতন ও চাকরির শর্তাবলির নিম্নতর বেতন ও চাকরির শর্তাবলি গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) নিয়োগকারীর সহিত এইরূপ কোনো মৌখিক বা লিখিত সমঝোতা করিবেন না, যাহাতে বেতন এবং অন্যান্য শর্তাবলির ক্ষেত্রে কর্মীগণ অসুবিধার সম্মুখীন হন;

(ঙ) বেআইনি কার্যকলাপ, ভুয়া ভিসা সংগ্রহ ও দলগত ভিসা ভাঙানোসহ ভ্রমণ, অধ্যয়ন বা ওমরাহ ভিসাকে বৈদেশিক চাকরির জন্য ব্যবহার সংক্রান্ত কাজের সহিত জড়িত হইবেন না, অথবা কোনো ব্যক্তিকে উক্তরূপ কাজে সাহায্য বা সহায়তা প্রদান করিবেন না;

(চ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের বিষয়ে বিদেশিদের সহিত কাজ করিবার সময় জাতীয় আদর্শ সমুন্নত রাখিবেন এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করিবেন; এবং

(ছ) অভিবাসী কর্মীগণের জন্য চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োগকারীর সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবেন এবং চুক্তির শর্ত আক্ষরিক ও নীতিগতভাবে মানিয়া চলিবেন।

(৩) কর্মী নির্বাচনের সময় রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিম্নবর্ণিত নির্দেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন করিবেন, যথা:—

(ক) বুলেটিন বোর্ড, ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে কর্মীগণকে কর্মের অবস্থান, স্তর, বেতন ও সুবিধাসহ অন্যান্য শর্তাবলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করিবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার বাহিরে কোনো কর্মী নির্বাচন করিবেন না;

(গ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কারিগরিভাবে দক্ষ ও শারীরিকভাবে যোগ্য কর্মী নির্বাচন করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে অন্যূন শতকরা ১০ (দশ) ভাগ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) বা সমমানের লেভেলধারী কর্মী নির্বাচন করিবেন;

(ঘ) ব্যুরোর ডাটাবেজ হইতে কর্মী নির্বাচন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ডাটাবেজ হইতে উপযুক্ত কর্মী পাওয়া না গেলে আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

(ঙ) নির্বাচিত কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টার বা হাসপাতাল হইতে সম্পন্ন করা হইয়াছে কি না এবং কারিগরি ও ভোকেশনাল যোগ্যতা, ডকুমেন্টেশন ও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চিত করিবেন;

(চ) বিদেশ গমনের প্রাক্কালে ব্যুরো কর্তৃক স্মার্ট কার্ড প্রদানের পূর্বেই অভিবাসী কর্মীকে চুক্তির বাংলায় অনূদিত কপিসহ চুক্তির মূল কপি প্রদানপূর্বক উহার সকল অনুচ্ছেদ বোধগম্যভাবে অবহিত করিবেন;

(ছ) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মীগণের প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ ও ব্রিফিং প্রদান নিশ্চিত করিবেন;

(জ) কর্মীগণের নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের অতিরিক্ত কোনো অর্থ আদায় বা দাবি করিবেন না;

(ঝ) প্রতিকূল বা সমস্যা সংকুল পরিবেশে কোনো কর্মী নিয়োগ করিবেন না; এবং

(ঞ) নারী কর্মীগণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ চাহিদা, নিরাপত্তা ও অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল হইয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৪) রিক্রুটিং এজেন্টগণ বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীর প্রতি যে কোনো ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এতদ্‌বিষয়ক কোনো ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইলে বা অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে অনতিবিলম্বে উহার প্রতিকার নিশ্চিত করিবেন।

(৫) রিক্রুটিং এজেন্টগণ আইনের ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বা সালিশের সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করিবেন।

(৬) এই বিধিমালায় বর্ণিত হয় নাই এইরূপ বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্টগণ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রজ্ঞাপন বা আদেশ দ্বারা, জারীকৃত নির্দেশনা মানিয়া চলিবেন।

১১। **সমিতি বা সংঘ গঠন**।—(১) রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নিরাপদ, নিয়মিত, সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সমিতি বা সংঘ গঠন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো সমিতি বা সংঘ গঠিত হইলে, প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্ট উক্ত সমিতি বা সংঘের সদস্য হইবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত সমিতি বা সংঘের সদস্যগণ এই বিধিমালায় উল্লিখিত আচরণবিধি এবং, সরকারের অনুমোদনক্রমে, উক্ত সমিতি বা সংঘ কর্তৃক গৃহীত কার্যবিধি মানিয়া চলিবেন।

১২। **অভিযোগ তদন্ত**।—(১) বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোনো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোনো রিক্রুটিং এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণা, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ বা বৈদেশিক কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনো বিষয়ে লিখিতভাবে সরাসরি বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কিংবা ব্যুরো বা ব্যুরোর অধীন জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় বা, ক্ষেত্রমত, গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, সরকার, সরাসরি বা ব্যুরোর মাধ্যমে, উহা তদন্ত করিবে।

(৩) ব্যুরো উপ-বিধি (১) বা, ক্ষেত্রমত, (২) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করিবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উহার মতামতসহ সরকারের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(৪) এই বিধির অধীন পরিচালিত তদন্তে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তদন্ত শেষ হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, সরকার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি, আদেশ দ্বারা, সরাসরি বা সালিশের মাধ্যমে, উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবে।

(৫) এই বিধির অধীন পরিচালিত তদন্তে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হইলে বা অভিযোগ তদন্তকালে অভিযোগকারী ও রিক্রুটিং এজেন্ট আপোষ মীমাংসায় উপনীত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে, ক্ষেত্রমত, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বা ব্যুরো বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মধ্যস্থতা বা সালিশের মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তি করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ মধ্যস্থতা বা সালিশ, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে প্রযোজ্য কোনো আইনের অধীন অন্য কোনো আইনি প্রতিকার লাভের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

১৩। **লাইসেন্স ফি, জামানত, নবায়ন ফি, ইত্যাদি জমা প্রদান**।—তফসিল-১ এ উল্লিখিত, ক্ষেত্রমত, লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, জামানত, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি এবং ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত হিসাবে বা খাতে জমা করিতে হইবে।

১৪। **রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নির্বাচন**।—(১) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নিমিত্ত অভিবাসন প্রত্যাশী যে কোনো ব্যক্তির নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে রিক্রুটিং এজেন্ট, অভিবাসী কর্মী সংগ্রহের সুবিধার্থে, দেশের অভ্যন্তরে যে কোনো এলাকায় কিংবা গন্তব্য দেশে, এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, এক বা একাধিক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তিকে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন অথবা উক্ত দেশে বাংলাদেশের মিশন না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন হইতে উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণক্রমে মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) রিক্রুটিং এজেন্ট এবং সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট চুক্তি থাকিতে হইবে, যাহার দ্বারা বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অভিবাসী কর্মীকে সেবা প্রদানের কার্যপরিধি, সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব, নিয়োগ ও চুক্তি অবসান এবং সেবামূল্য প্রদান সংক্রান্ত শর্ত নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো একটি রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নিয়োগকৃত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির অভিবাসন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট ও নিয়োগকৃত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি, ক্ষেত্রমত, এককভাবে বা যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৪) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট অপর কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট-কে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

(৫) কোনো কারণে কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত হইলে সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি কর্মী সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম বা অভিবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখিবেন।

(৬) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য ব্যতীত ভ্রমণ, অধ্যয়ন বা ওমরাহসহ অন্য কোনো কাজে কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য বা সহযোগিতা প্রদান করিতে পারিবেন না, এবং রিক্রুটিং এজেন্টও তাহার নিকট সহযোগিতা যাচনা করিতে পারিবেন না।

(৭) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনের সময় প্রত্যেক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি, অভিবাসন প্রত্যাশীর সহিত যোগাযোগের সুবিধার্থে, তাহার নিজস্ব যোগাযোগের ঠিকানা, সাইনবোর্ডসহ একটি অফিস, মোবাইল নম্বর, ব্যাংক একাউন্ট, ইত্যাদি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শন করিবেন।

১৫। **নিবন্ধন প্রাপ্তির যোগ্যতা**।—কোনো ব্যক্তি সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিবন্ধন প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রকৃতিস্থ হন;

(গ) অন্যূন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হন;

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং উক্ত দেউলিয়াত্বের অবসান না হয়;

(ঙ) মানব পাচার, অবৈধ অভিবাসন, অর্থ পাচার, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ অথবা অন্য কোনো গুরুতর অপরাধে দন্ডিত হন;

(চ) নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে দন্ডিত হইয়া থাকেন এবং উক্তরূপ দন্ড ভোগের পর ২ (দুই) বৎসর সময় অতিবাহিত না হইয়া থাকে; এবং

(ছ) জবরদস্তিমূলক শ্রমের সহিত জড়িত থাকেন।

১৬। **নিবন্ধনের জন্য আবেদন**।—(১) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তির লক্ষ্যে বিধি-১৫ অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিসহ তফসিল-৩ এর ফরম-১ অনুযায়ী মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে—

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্র;

(খ) আর্থিক সচ্ছলতার স্বপক্ষে যে কোনো তফসিলি ব্যাংকের প্রত্যয়ন এবং বিগত ১ (এক) বৎসরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট;

(গ) পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র;

(ঘ) আয়কর নিবন্ধন সনদ;

(ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ;

(চ) তফসিল-৩ এর ফরম-২ অনুযায়ী ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা;

(ছ) রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগের শর্তাদি পূরণসহ বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত চুক্তির কপি; এবং

(জ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সনদ বা লাইসেন্স।

(২) রিক্রুটিং এজেন্ট একই সাথে এক বা একাধিক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে নিবন্ধনের জন্য পৃথকভাবে আবেদন করিবেন।

১৭। **নিবন্ধন প্রদান প্রক্রিয়া**।—(১) আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধন সংক্রান্ত আবেদন এবং সংযুক্ত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবেন।

(২) আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ বিবেচিত হইলে, প্রয়োজনীয়তা থাকা সাপেক্ষে, আবেদন প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে, মহাপরিচালক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধনের আবেদন মঞ্জুর করিবেন, অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন নামঞ্জুর করিবেন।

(৩) মহাপরিচালক কর্তৃক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধনের আবেদন মঞ্জুর হইলে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টকে বিষয়টি অবগত করিবেন এবং নিবন্ধনের আবেদন মঞ্জুরের তারিখ হইতে বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত চুক্তি কার্যকর হইবে।

(৪) ব্যুরো বা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির তথ্য স্ব স্ব ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করিবেন এবং নূতন সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধনের সাথে সাথেই উহা হালনাগাদ করিবেন।

১৮। **নিবন্ধনের আবেদন পুনর্বিবেচনা**।—(১) বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগের কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী উক্ত নামঞ্জুর করিবার বিষয়টি অবহিত হইবার তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে, বিষয়টি যাচাইপূর্বক, আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবেন অথবা লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন, এবং এইরূপ প্রত্যাখ্যান চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। **নিবন্ধনের মেয়াদ**।—(১) রিক্রুটিং এজেন্টের নিবন্ধনের মেয়াদ সাপেক্ষে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত চুক্তি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(২) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

২০। **জামানত প্রদান**।—(১) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত চুক্তি অনুযায়ী ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পে-অর্ডারের মাধ্যমে সাব-এজেন্টকে রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জামানত প্রদান করিতে হইবে।

(২) রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত চুক্তি অবসান হইলে রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-বিধি (১) এর অধীন জমাকৃত জামানত সাব-এজেন্টকে ফেরত প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্মী অভিবাসনে সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্টের কোনো অনিয়ম প্রমাণিত হইলে উক্ত জামানত হইতে সংশ্লিষ্ট অভিবাসী কর্মীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

২১। **নিবন্ধন সাময়িক স্থগিতকরণ বা বাতিল**।—(১) মহাপরিচালক নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে, উপযুক্ত তদন্ত ও শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন সাময়িক স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) মিথ্যা তথ্য অথবা প্রতারণার মাধ্যমে নিবন্ধন গ্রহণ করিলে;

(খ) নিবন্ধনের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে;

(গ) আইন, বিধি বা সাব-এজেন্টের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে;

(ঘ) কোনো ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হইলে;

(ঙ) বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো উদ্দেশ্যে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ বা নির্বাচন করিলে; এবং

(চ) কোনো অভিবাসী কর্মী বা তাহার নিকট-আত্মীয় কর্তৃক দাখিলকৃত অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন সাময়িক স্থগিত বা বাতিল করা হইলে তিনি অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত নূতন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবেন না।

(৩) রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল হইলে তাহার অধীন চুক্তিবদ্ধ সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধনও বাতিল হইবে এবং এইক্ষেত্রে তিনি অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত নূতন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন বাতিল হইলে সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি ইতঃপূর্বের কৃতকর্মের কোনো দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন না।

(৫) কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চুক্তি বাতিল করিলে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট উক্ত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবশ্যিকভাবে মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন এবং মহাপরিচালক উক্ত নিবন্ধন বাতিল করিবেন, এবং উক্তরূপে কোনো নিবন্ধন বাতিল করা হইলে সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি ইতঃপূর্বের কৃতকর্মের কোনো দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন না।

(৬) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক তদন্ত ও শুনানি ব্যতিরেকে কিংবা উহা চলাকালীন যে কোনো সময় সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

২২। **নিবন্ধিত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির প্রশিক্ষণ।**—কোনো ব্যক্তি সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিবন্ধিত হইবার পর ব্যুরো বা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস বা রিক্রুটিং এজেন্টও সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধিগণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২৩। **সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির দায়িত্ব ও আচরণ।**—প্রত্যেক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি—

(ক) আইন, বিধি এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, আদেশ বা নির্দেশ, এবং বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলি মানিয়া চলিবেন;

(খ) তাহার মাধ্যমে বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীগণের বিদেশ গমন সংক্রান্ত তথ্য, বিদেশে গমনকৃত কর্মীগণের নাম, ঠিকানা, গন্তব্য দেশ, নিয়োগকারীর ঠিকানা এবং প্রেরণকৃত রিক্রুটিং এজেন্সির আরএল নম্বরসহ ঠিকানা ও তথ্য সংরক্ষণ করিবেন;

(গ) বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীগণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হইতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করিবেন;

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার বাহিরে কোনো কর্মী নির্বাচন করিবেন না;

(ঙ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য রিক্রুটিং এজেন্টের চাহিদা অনুযায়ী শারীরিকভাবে যোগ্য ও কারিগরিভাবে দক্ষ কর্মী নির্বাচন করিবেন;

(চ) আইন বা বিধি মোতাবেক সরকার বা ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত যে কোনো তদন্তে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান করিবেন;

(ছ) বিদেশে কর্মরত কোনো কর্মী সমস্যাগ্রস্ত হইলে বা মৃত্যুবরণ করিলে প্রয়োজনে কর্মীর পরিবারের সহিত যোগাযোগ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(জ) কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একাধিক রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত অনৈতিক প্রতিযোগিতা পরিহার করিবেন;

(ঝ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ও আগাম ধারণাগত কোনো তথ্য প্রদান বা প্রচার করিবেন না;

(ঞ) অভিবাসন প্রত্যাশীর লিখিত সম্মতি ছাড়া তাহার পাসপোর্ট নিজ দখলে রাখিতে পারিবেন না; এবং

(ট) রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক অবহিত হইয়া অভিবাসী কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্মীগণকে কর্মের অবস্থান, আবাসন সুবিধা, চুক্তির মেয়াদ, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ওভারটাইমের সুযোগ, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ চাকরির শর্তাবলি সংক্রান্ত বৈদেশিক নিয়োগকর্তার সহিত কর্মীর সম্পাদিত চুক্তির বাংলায় অনূদিত কপি সরবরাহ এবং উহার সকল অনুচ্ছেদ বোধগম্যভাবে অবহিত করিবেন।

২৪। **অভিযোগ তদন্ত**।—(১) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট উহার সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন বাতিলের জন্য মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করিয়া কোনো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোনো রিক্রুটিং এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রতারণা, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ বা কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনো গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে সরাসরি বা ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কিংবা ব্যুরো বা ব্যুরোর অধীন জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস বা, ক্ষেত্রমত, গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন, ক্ষেত্রমত, কোনো আবেদন বা অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৫। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ**।—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই বিধিমালার বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত বিধিমালার অধীন,—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্য, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সময়, অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে; এবং

(গ) কোনো রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত লাইসেন্স উহার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

তফসিল-১

[বিধি ৩, বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৪) ও (৬), বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) ও (২) এবং বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, জামানত, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি, ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি (সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট/কর ব্যতীত)

ক্রমিক নং	ফি, ইত্যাদির বিবরণ	পরিমাণ (টাকায়)	জমা প্রদানের মাধ্যম
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি	৫ (পাঁচ) হাজার	পে-অর্ডার
২।	লাইসেন্স ফি	৩ (তিন) লক্ষ	পে-অর্ডার
৩।	জামানত	২০ (বিশ) লক্ষ	পে-অর্ডার
৪।	লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি	৪ (চার) হাজার	পে-অর্ডার
৫।	লাইসেন্স নবায়ন ফি	১ (এক) লক্ষ	পে-অর্ডার
৬।	বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করিলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ২ (দুই) হাজার টাকা হারে জরিমানা প্রদেয় হইবে, তবে যে কোনো একটি মেয়াদে জরিমানা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকার অধিক হইবে না	পে-অর্ডার
৭।	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি	৫ (পাঁচ) হাজার	পে-অর্ডার

তফসিল-২
ফরম-১
[বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র

১। নাম (স্পষ্টাক্ষরে)

২। পিতার নাম (স্পষ্টাক্ষরে)

৩। মাতার নাম (স্পষ্টাক্ষরে)

৪। ঠিকানা

(ক) স্থায়ী
(খ) বর্তমান

৫। জাতীয়তা

৬। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

৭। যে নামে লাইসেন্স হইবে

৮। প্রতিষ্ঠানের ধরন (স্বত্বাধিকারী/অংশীদারি/কোম্পানি, ইত্যাদি)

৯। অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা অংশীদার ও অন্যান্য অংশীদারের এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা (প্রত্যেকের নমুনা স্বাক্ষর ও সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ)

১০। কর্মচারীগণের নাম

১১। বিগত ২ (দুই) বৎসরের আয়কর রিটার্ন এর সত্যায়িত অনুলিপি এবং আয়কর প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি (পৃথকভাবে)

১২। অফিস ফ্লোর ও লে-আউট পরিকল্পনা এবং সাজ-সরঞ্জাম সুবিধাদির তালিকা

১৩। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি

১৪। আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ বিগত বৎসরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী

১৫। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র

১৬। কোম্পানি হইলে, মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন, আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর সত্যায়িত অনুলিপি

১৭। বিধি ৩ এর দফা (চ) তে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য ও কাগজাদি সত্য ও সঠিক।

তারিখ: আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর

ফরম-২

[বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৫) এবং বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স

লাইসেন্স নং : .....

প্রতিষ্ঠানের নাম : .....

ব্যবসায়িক ঠিকানা : .....

স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান/অংশীদারি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি : .....

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম : .....

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ঠিকানা: .....

(ক) স্থায়ী : .....

(খ) বর্তমান : .....

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ছবি :

নমুনা স্বাক্ষর : .....

.....

.....

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৯ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ১১ এর বিধান অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষে নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হইল এবং ইহা ইস্যুর/নবায়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে, যথা:—

(ক) রিক্রুটিং এজেন্টকে আইন ও বিধি অনুযায়ী আচরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(খ) লাইসেন্সের প্রত্যেক মেয়াদে রিক্রুটিং এজেন্টকে অন্যূন ২ (দুই) শত জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দৈব দুর্বিপাক, যেমন— মহামারী, অতিমারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে সরকার উক্তরূপ শর্ত শিথিল করিতে পারিবে;

(গ) নারী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, রিক্রুটিং এজেন্টকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে;

(ঘ) আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রিক্রুটিং এজেন্টকে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে; এবং

(ঙ) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

তারিখ: .....

মহাপরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফরম-৩

[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্র

১। রিক্রুটিং এজেন্টের নাম ও ঠিকানা	
২। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম	
৩। রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্সের ফটোকপি	
৪। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বাড়ি ভাড়ার চুক্তিনামার কপি ও ভাড়া পরিশোধের রসিদ	
৫। বিগত ৩ (তিন) বৎসরের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন (বিবরণী সংযুক্ত করিতে হইবে)	
৬। ব্যুরো কর্তৃক সংরক্ষিত ডাটাবেজ হইতে কর্মীর প্লেসমেন্টের প্রমাণক	
৭। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অনুকূলে প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন ফি'র পে-অর্ডার	
৮। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহার বিবরণ	
৯। রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে কোনো আদালত কর্তৃক কোনোরূপ দন্ড প্রদান করা হইয়া থাকিলে অথবা সরকার বা ব্যুরো কর্তৃক কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ	
১০। আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে বিলম্বের (যদি থাকে) কারণ (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)	
আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য ও কাগজাদি সত্য ও সঠিক।	
তারিখ: **আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর**	

তফসিল-৩

ফরম-১

[বিধি-১৬(১) দ্রষ্টব্য]

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স এবং সাব-এজেন্ট নিবন্ধন ও আচরণ) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ১৬(১) এর বিধান অনুযায়ী, আমি ..... (রিক্রুটিং এজেন্সির নাম ও আরএল নং) জনাব.....কে----------এলাকা/এলাকাসমূহে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগের জন্য আবেদন করিতেছি। উক্ত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির তথ্য নিম্নরূপ:

নিবন্ধনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন-বৃত্তান্ত	
১। নাম (স্পষ্টাক্ষরে)	
২। পিতার নাম (স্পষ্টাক্ষরে)	
৩। মাতার নাম (স্পষ্টাক্ষরে)	
৪। স্বামী/স্ত্রীর নাম (স্পষ্টাক্ষরে)	
৫। ঠিকানা	
(ক) স্থায়ী	
(খ) বর্তমান	
৬। ধর্ম	
৭। জাতীয়তা	
৮। জন্ম তারিখ	
৯। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	
১০। পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে)	
১১। মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে)	
১২। প্রবাসে কর্মী হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতার বিবরণ (যদি থাকে)	
১৩। বিদেশে কর্মী প্রেরণের অভিজ্ঞতার বিবরণ (যদি থাকে)	
১৪। আর্থিক সচ্ছলতার স্বপক্ষে বিগত বৎসরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী	
আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার জীবন-বৃত্তান্তে প্রদত্ত তথ্য ও কাগজপত্রাদি সত্য ও সঠিক। আমি কখনো কোনো ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হই নাই।	
তারিখ:	সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির স্বাক্ষর

উক্ত তথ্যাদি সঠিক মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রত্যয়ন করিতেছি এবং এতদ্সঙ্গে ---------- (রিক্রুটিং এজেন্সির নাম ও আরএল নং) বর্ণিত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির চুক্তির কপি সংযুক্ত করিলাম।

আবেদনকারী রিক্রুটিং এজেন্টের স্বাক্ষর ও সিলমোহর

ফরম-২

[বিধি ১৬(চ) দ্রষ্টব্য]

অঙ্গীকারনামা

আমি.., পিতা: ...., মাতা: ...., জন্ম তারিখ: ...., স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: ...., ডাকঘর: ...., উপজেলা/থানা:.................................. জেলা: ...., বর্তমান ঠিকানা:...,

পেশা: ...., জাতীয়তা: ...., জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: .... এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,—

(ক) আমাকে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিবন্ধন প্রদান করিলে আমি অভিবাসন সংক্রান্ত প্রচলিত আইন, বিধি এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, আদেশ বা নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করিব ও নিবন্ধনের সকল শর্ত মানিয়া চলিব ।

(খ) সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির কার্যকারিতা বা সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া আমি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিব।

(গ) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে প্রাপ্ত নিবন্ধন আমি কোনো অবস্থাতেই কাহারো নিকট হস্তান্তর করিব না।

(ঘ) আমি..................... (রিক্রুটিং এজেন্ট এর নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও লাইসেন্স নং) অধীনে ......এলাকা/এলাকাসমূহের বাহিরে অন্য কোনো এলাকা/এলাকাসমূহে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিব না।

আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই হলফনামায় স্বাক্ষর করিলাম।

উপরি-উক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান, বিশ্বাস ও জানামতে সত্য সঠিক জানিয়া অদ্য নোটারি পাবলিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই অঙ্গীকারনামায় আমার নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আয়েশা হক
যুগ্মসচিব ।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd